OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 79 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 79 - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নেতা চরিত্র : মনসামঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষিতে একটি আলোচনা

অনন্যা নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email ID: naskara38@gmail.com
0009-0001-7513-4535

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Manasamangal kabya, Neta, Supporting character, The Advisor, The Helper,

Abstract

Neta is considered to be the daughter of Lord Shiva; it is believed that she was born from the tears of Shiva's eyes, and hence her name "Neta." In the 'Manasamangal' narrative, her role is primarily defined by her characteristic as an advisor. Neta is advisor of Manasa; similarly, she appears in the same advisory role in Behula's story as well. Almost every step that Manasa takes to establish herself in society and propagate her worship is guided by Neta's counsel. It is from her that Behula receives guidance on how to approach the gods and plead for her husband's life.

During medieval time, stories from the Ramayana, Mahabharata, and various Purana's story were extremely popular among audiences. Therefore, not only in 'Mangalkavya' but in almost all narratives, elements of Puran's stories were incorporated. Neta, being endowed with spiritual knowledge and intelligence, becomes the medium through which such Purana's narratives are presented in Manasamangalkabya.

Neta's role in the narrative serves as a bridge between heaven and earth. While drifting along the waters of the 'Gangur' river, when Behula reaches 'Surpurer Ghat'—symbolizing the gateway to heaven—Neta appears there as a guide and helper. Even after reaching heaven, Neta continues to assist Behula in various ways. From the very beginning of the text, Neta is portrayed as an intelligent and advisory female figure.

Like Manasa, Neta is also considered a daughter of Shiva. However, despite being wise and capable, she does not possess any desire for worship or recognition in the divine order. Even after directly contributing to Manasa's empowerment, Neta chooses to remain away from the center of power. She is neither a full inhabitant of heaven nor an ordinary human of the mortal world; rather, she exists in an intermediate space between the two.

Discussion

নেতা শিবের কন্যা, শিবের নেত্রজল থেকে তার জন্ম, তাই তার নাম 'নেতা' হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার সুকুমার সেন 'মহাদেবী নিত্য' প্রবন্ধে মনে করেছেন যোগী সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী নিত্যা হলেন মঙ্গলকাব্যের দেবী নেতা। হঠযোগে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 79 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাপড় দিয়ে যোগ অভ্যাস করা হয়। সুকুমার সেন মনে করেছেন - 'নেতার রজকিনী হওয়া অনেকটা 'নেত' কাপড়ের সূত্র ধরেই।' নেতা শিবের কন্যা হলেও সে ধোপা। শিব তাকে 'দেবতা অম্বর' কাচার নির্দেশ দেয়, তৎকালীন বাংলায় ধোপারা ছিল প্রান্তিক সমাজের মানুষ, দেবকন্যা হয়েও নেতার বৃত্তি নিম্নবর্গের।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান বৈশিষ্টই হল প্রায়শই দুই একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়। কিন্তু সেই কাহিনীর মধ্যে বহু পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশ থাকে। চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন—

> 'In aplay accordingly they do not act in order to portray the characters; they include the characters for the shake of the action'.

মঙ্গলকাব্যে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে, কারণ কাহিনী অগ্রসরের জন্য, মূল চরিত্র প্রকাশে, দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে, সামাজিক পটভূমি নির্মাণে, কবির মৌলিকতা প্রকাশের জন্য এই চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মনসামঙ্গল কাব্যে নেতার ভূমিকাকে নির্দেশিত করতে গেলে মূলত তার পরামর্শদাত্রী বৈশিষ্ট্যটি প্রধান হয়ে ওঠে। মনসার প্রধান পরামর্শদাত্রী নেতা; আবার বেহুলার ক্ষেত্রেও তাকে সেই একই পরামর্শদাত্রীর ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। পূজার প্রচারের জন্য যে যে পদক্ষেপ নিয়ে মনসাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে তার প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে নেতা তাকে পরামর্শ দান করেছে। বেহুলা কীভাবে দেবতাদের কাছে গিয়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইবে, সেই পরামর্শ তার কাছ থেকে পেয়েছে।

"বুদ্ধি বল নেত গ উপায় বল মোরে।
নহিল আমার পূজা জগত সংসারে।।"[১]

মনসা সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার নেতার পরামর্শ গ্রহণ করেছে। লক্ষ্যণীয় নেতার সাথে মনসা দেখা হওয়ার পর থেকে, সমগ্র মনসামঙ্গলকাব্যের নেতার পরামর্শ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

শিব মনসাকে বনবাসে দেওয়ার পর থেকে নেতার ওপর মনসার নির্ভরশীলতা বিষয়টি প্রকটভাবে বোঝা যায়। মনসা পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন- রাখালদের মাঝে পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে নেতা বলেছে -

"রখাল যদি সে পূজে।
তবে ত ভুবন মাঝে।।
পূজার প্রচার হয়।
হেন যুক্তি মনে লয়।।"[২]

নেতা এখানে মনসাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে কেন রাখালদের দ্বারা পূজা পাওয়া মনসার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জরুরি। সমাজের নিম্নশ্রেণির মধ্যে দিয়ে বা নারীদের মাধ্যমে প্রথমে পূজা প্রচলিত হয়ে ধীরে ধীরে সমাজে উচ্চশ্রেণির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের দেবীদের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী সময়ে বাঙালার সামাজিক ভাঙ্গা-গড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিক সময় ও যুগের বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে মনসামঙ্গলের দেবদেবীদের পূজায় সামাজিক ক্রমান্বয়ে উত্তরণের বিষয়টি।

মনসার সাহায্যের জন্য শুধু পরামর্শদান নয়, পূজা প্রচারের জন্য নেতা নিজেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, বিপ্রদাস পিপিলাই কাব্যে ধনন্তরি বধের ক্ষেত্রেও নেতা মনসাকে পরামর্শ দিয়েছে শুধু নয় নিজে মনসার সাথে গেছে 'খুড়ি রূপ হৈয়া আমি লইব পসারে।' বেহুলা যখন 'কান্দে পথ না পাইয়া' তখন স্বর্গের পথ দেখাতে তার সাহায্যকারীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে নেতা। দ্বিজ বাশীদাসের কাব্যে মনসাকে সাহায্য করার জন্য মৃগ রূপ ধারণ করেছে - 'মৃগ রূপে যাইব আমি চান্দর ভুবনে।' মনসার সহায়তায় এইভাবে নেতা বারেবারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 79 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মনসার ঈর্ষাকে নেতা যেভাবে কুটিল পথে চালনা করিয়াছে এবং রুষ্টাদেবীর ক্রোধকে অভীষ্ট পথে লইয়া গিয়াছে তাহাতে সমগ্র কাব্যের কাহিনীটি যেন তাহারই করধৃত হইয়াছে।।"[৩]

লখিন্দরের বাসর ঘরে মৃত্যুর প্রসঙ্গেও নেতা মনসাকে সচেতন করে দিয়েছে, নারায়ণ দেবের কাব্যেও দেখা যায় নেতা মনসাকে পরামর্শ দিয়েছে -

"নেতা বোলে সুন পদ্মা আমার বচন।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি রহিলা কি কারণ।
...
কাল রাত্রিতে না মরে ঝদি সুন্দর লখাই।
ইহলোকে প্রাণ রইল আর মিত্তু নাই।।"[৪]

যদিও নেতা চরিত্রটি কাব্যের প্রথম থেকেই উপস্থিত হয়েছে পরামর্শদাত্রী, বুদ্ধিমতী এক নারী রূপে, কিন্তু বেহুলার সাথে নেতার দেখা হওয়া এবং বেহুলাকে সাহায্য করার বিষয়টির মধ্য দিয়ে চরিত্রটির মানবিক রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চরিত্রটি এক পরামর্শদাত্রীর থেকে মানবিকতা, সহমর্মিতায় স্নিগ্ধ এক নারী হিসেবে বিকশিত হয় বেহুলার সংস্পর্শে। নেতার পরামর্শদাতা চারিত্রিক দিকটি বেহুলার সাপেক্ষ সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বর্গে যাওয়ার সময় বেহুলাকে সাহায্য করেছে নেতা। বিজয় গুপ্তের কাব্য নেতা বলেছে -

"মনসার অনুরোধ না পারি এড়াতে।
অকারণে আসিলাম তোমার স্বামী খাইতে।।"[৫]

মনসার নির্দেশ পালনে নৈতিকভাবে অনিচ্ছুক নেতা। পরবর্তী সময়ে তার আচরণে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বেহুলার প্রতি তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। মনসার নির্দেশে বাঘ রূপে বেহুলাকে ভয় দেখাতে গিয়ে বেহুলার আবেদনে নেতা দুঃখ পায়, এবং বেহুলাকে অভয় দেয়, কার্যে সফল হওয়ার আর্শীবাদ করে -

"আমি বর দিলাম কার্যে হহিবে কুশল।।
কিছু ভয় নাই তোমার যাও শীঘ্র করি।"[৬]

বিজয়গুপ্তের কাব্যে ধোপাঘাটে পৌঁছাবার আগেই নেতাকে বেহুলা নিজের প্রতি হওয়া অবিচারের কথা বলে তার আর্শীবাদ আদায় করে নিয়েছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে স্নেহের বশীভূত নেতা বেহুলার মৃত পতিকে ফিরিয়ে দিতে মনসাকে কাতর অনুনয় করেছে -

"ধুবনী ধরিয়া কান্দে মনসার পায়।
অবশ্য যাইবে মাতা দেবতা-সভায়।।"[৭]

নেতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এবং সহানুভূতিশীল এক নারীর চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বেহুলার সংস্পর্শে নেতার স্নেহশীল, বিবেকবান, দয়ার্দ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। যার ফলে চরিত্রটি শুধু একটি সমান্তরাল চরিত্র হয়নি, তা কাহিনীর অগ্রগতির সাথে সাথে পরিণত হয়ে উঠেছে।

নেতাকে কেন্দ্রে রেখে যদি কাব্যে তার ভূমিকাকে মনসা ও বেহুলার সাপেক্ষে দেখা যায়, তবে বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়ণ, সহযোগিতা, বাৎসল্য ও পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার একটি সুন্দর চিত্র হয়ে ওঠে। মনসা সাহায্য চাইলে নেতা সর্বদা পরামর্শ দিয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র মনসাকে ব্যতিরেকে নেতাকে নিজের ব্যক্তিগত আচার আচরণের পরিসরে দেখা যায় বেহুলার উপস্থিতিতে; বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনে নেতা সহমর্মী হয়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 79 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্য মনসার বিবাহের প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে কবি 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নেতার বিবাহ সংবাদ জ্ঞাপন করেছেন - 'বশিষ্ট মুনিরে আনি নেতা বিভা দিল।' বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার ও নেতার বিবাহিত জীবন এক খাতে বয়ে চলেছে। দু'জনের বিবাহ একসাথে হয়েছে এবং গর্ভবতী হওয়ার আশীর্বাদ করে জরৎকারু ও বশিষ্ঠ একসাথে তাদের ছেড়ে চলে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুটিল হিসেবে পরিচিত মহাশয়ের ভিন্ন দিক এখানে প্রকাশিত। ক্রন্দনরতা মনসার পাশে নেতার মনে হয় অনেক বেশি দৃঢ়।

দ্বিজ বংশীদাশের কাব্যে কবি তার ব্যক্তিজীবনকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে অঙ্কন করেছেন। নেতা কৈলাসে যাওয়ার পথে অষ্টবক্র মুনিকে দেখে হাসলে তিনি অভিশাপ দেন 'অবিলম্বে হও গিয়া কনিষ্ঠের দাসী'। পরবর্তী সময়ে পদ্মাবতীর বিবাহের সময় শিব নেতাকে দাসী প্রধান করে দিলেন। কবি একটি নতুন উপকাহিনী সংযোজন করেছেন। উগ্রতপা মুনি মনসাকে কামনা করে। মনসার বদলে নেতা মুনির কাছে যায় এবং গন্ধর্ব মতে তাদের বিবাহ হয়। মা হিসেবে নেতার পরিচয় পাওয়া যায় বিজয় গুপ্তের কাব্য। নেতার ছেলে ধনপতি বেহুলাকে বিবাহ করতে চেয়েছে, নেতা তখনও বেহুলাকে বোনঝি বলে উল্লেখ করেছে। এখানে নেতা কেবলমাত্র পুত্র স্নেহে অন্ধ এক মা নয়, অন্য এক নারীর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবান এক নারী।

নেতার সাথে ধন্বন্তরির গুরু-শিষ্য সম্পর্কটির মধ্যদিয়ে নেতা চরিত্রের আরো একটি দিক উন্মোচিত হয়। নেতার দ্বারা ধন্বন্তরি মহাজ্ঞান লাভ করেছে এমন কাহিনী কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে' পাওয়া যায়। ধন্বন্তরিকে বধ করার উপায় নেতা মনসাকে বলেনি। শিষ্যের প্রতি কর্তব্য, স্নেহ এবং গুরুর দায়িত্ব বিষয়ে নেতা অত্যন্ত সচেতন -

"প্রাণের অধিক আমার ওঝা শঙ্কু রায়।।
কোপ কর তাপ কর যেবা কর কর্ম।
তবু না কহিব ওঝার যে মর্ম।।"[৮]

বিষবিদ্যার অধিকারিণীরূপে নেতার পারদর্শীতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধন্বন্তরির গুরুমা হিসেবে নেতার ভূমিকায়। মনসামঙ্গল কাব্যের নেতা একজন কৃতবিদ্যা নারী। বিষ বিদ্যার, মহাজ্ঞানের সাথে সাথে সে জ্যোতিষবিদ্যাতেও পরাঙ্গম –

"গণে নেতো এ তিন সংসার।"[৯]

জ্যোতিষগণনার বিষয়টি মঙ্গলকাব্যে বারবার উল্লিখিত। তৎকালীন সমাজে যেকোনো কর্যের নির্ধারণে, শুভ কার্য সম্পাদনে জ্যোতিষ নির্ভরতা চোখে পড়ার মতন। মনসার পূজা প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে. দিক নির্দেশনে নেতার এই দক্ষতা বিশেষ কার্যকরী হয়েছে এবং বিষয়টি জনসাধারণের সংস্কার ও বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়েছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করেছেন শঙ্কর গারুড়ী ও নেতার কাহিনী একটি ভিন্ন লৌকিক কাহিনী, যা পরবর্তী সময়ে চাঁদ সওদাগর ও বেহুলার কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতে নেতা একটি লৌকিক দেবী।

> "শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনীর মধ্যে যে লৌকিক দেবচরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহার নাম নেতা।"[১০]

তাঁর মতে চাঁদ ও বেহুলার তুলনায় নেতার কাহিনীটি প্রাচীনতম।

তৎকালীন সময়ে শ্রোতাদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল তাই শুধু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নয় প্রায় সব আখ্যানে পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হত। নেতা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ও বুদ্ধিমতী তাই মনসামঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনা নেতার মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছে। কবি বিপ্রদাসের কাব্যে নেতা রাখালদের মধ্যে মনসার প্রথম পূজা করার সূত্রে দন্তবোড় মুনির আখ্যান অবতারণা করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীটির প্রসঙ্গটি মহাজ্ঞানী নেতা মনসাকে গল্প বলেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 79 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এছাড়া নেতার ভূমিকা মনসামঙ্গলের কাহিনীতে স্বর্গ ও মর্ত্যের সংযোগ সেতু রূপে। গাঙুরের জলপথে ভেসে যাবার সময় বেহুলার কাছে স্বর্গের দ্বার হিসেবে উপস্থিত হয় সুরপুরের ঘাট। জলের সাথে জীবনের সম্পর্ক প্রাচীন সময় থেকেই সংযুক্ত। জলের সংস্পর্শে এসে শুষ্ক ধরিত্রী নতুন করে সজীব হয়ে ওঠে। বেহুলার মৃত স্বামীকে নিয়ে জলে ভেসে যাওয়ার বিষয়টিও লোককথায় প্রচলিত পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত বহন করে আনে। জল ও পুনরুজ্জীবনের প্রাচীন মোটিফ এখানে উপস্থিত হয়েছে; এই পথে লোকসাহিত্যের টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতিতে উল্লেখিত 'অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারীণী (৫০০-৫৫৯)' রূপে উপস্থিত হয়েছে নেতা। স্বর্গে যাবার পরও বেহুলার কার্যসিদ্ধির জন্য নেতা নানাভাবে সাহায্য করেছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, স্বাবলম্বী এই নারী শিবের কন্যা, মহাজ্ঞানের অধিকারী। দেবকন্যা হওয়ার দম্ভ তার নেই আবার চাঁদ বা ধন্বন্তরির মতন 'মহাজ্ঞানী' হওয়ার গর্বও তার নেই। নেতা ক্রমাগত পিতা ও স্বামীর দ্বারা উপেক্ষিতা। স্বর্গের অধিকার তার নেই, আবার মনসার মতন স্বর্গের অধিকার পাওয়ার প্রচেষ্টাও তার মধ্যে দেখা যায় না। মনসার পূজা প্রচারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে দেখা গেছে নেতাকে কিন্তু নিজের পূজা প্রচারের বিষয়ে নেতা উদাসীন। যদিও জালু মালুর জালে মনসার বারার সাথে সাথে নিয়ে নেতারও একটি বারা উঠে আসার কথা বলা আছে -

"নেত কেত দুটি বারা উঠ্যাছিল জালে।"[১১]

তবে নেতার পূজা, বা দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই মনসামঙ্গল কাব্যে।

নেতা পরিত্যক্ত, স্বর্গচ্যুত দেবকন্যা হয়েও নিজের পূজা প্রচারে উদাসীন, কর্তব্যে অবিচল, অসম্ভব বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন, বিচক্ষণ অথচ স্নেহময়ী, সহানুভূতিসম্পন্ন এক মানবীরূপে মনসামঙ্গল কাব্যে উপস্থিত হয়েছে। মনসার ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার পরও নেতা নিজে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সুরপুরের ঘাটে অবস্থান করে। সে স্বর্গের পূর্ণ অধিকারী নয় আবার মর্তের সাধারণ মানুষও নয়, এদের মধ্যবর্তী তার অবস্থান।

Reference:

১. নস্কর, সনৎকুমার, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২৬
২. নস্কর, সনৎকুমার, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৭৫
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০১৩-২০১৪, পৃ. ৬৪
৪. দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র, সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (মনসা-মঙ্গল), কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়, ১৯৪৭, কলকাতা, পৃ. ২৫৮
৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬২
৬. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬২
৭. নস্কর, সনৎকুমার, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২৮
৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, কলকাতা : নিউ বইপত্র, ২০২১, পৃ. ১৬১
৯. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, কলকাতা : রত্নাবলী, ২০১৫, পৃ. ২৫৩
১০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ২২৭
১১. নস্কর, সনৎকুমার, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২৩

Bibliography:

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১
চক্রবর্তী, রামনাথ ও দ্বারকানাথ সম্পাদিত, দ্বিজবংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, কলকাতা : ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স ১৩১৮
চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলকাতা : দে'জ, ২০১৫
নস্কর, সনৎকুমার, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 79 - 84
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পোদ্দার, অরিন্দম, মানব ধর্ম ও বংলাকাব্যে মধ্যযুগ, কলকাতা : পুস্তক বিপনী, ১৯৯৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০১৩-২০১৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০১৩-২০১৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় পর্ব, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০১৩-২০১৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০১৩-২০১৪
ব্যাকরণতীর্থ, অনাথবন্ধু কাব্য, দ্বিজ বংশীকৃত শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২১
বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, কলকাতা : রত্নাবলী, ২০১৫
বিশ্বাস, অচিন্ত্য, কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, ২০২১, কলকাতা
বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স পাবলিশার্স, ২০১৫
বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, কলকাতা : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, (?)
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫
রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা : দে'জ, ২০০০
সেন, ক্ষিতিমোহন, হিন্দুধর্ম, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৮
সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খন্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪
সেন, অঞ্জন, মকবুল, শেখ ইসলাম, সর্প সংস্কৃতি ও মনসা, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০
সেনগুপ্ত, জয়া মনসামঙ্গল কাব্যের সামাজিক পটভূমিকায় নারী, কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১
দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪
দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র, সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (মনসা-মঙ্গল), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪৭
সরকার, সুধীরচন্দ্র, পৌরাণিক অভিধান,এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স. প্রা.লি.,কলকাতা, ১৩৬৫
Sen, Sukumar, Manasa Vijaya, Asiatic Society, Kolkata.
Jung, C.G. volume 9 part 1 of the collective works of C.G. Jung, The Archetypes and the collective unconscious, Princeton, NJ, Princeton University press.